BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

ABU DAUD SARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BT : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : INTRODUCTION

আবূ দাউদ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ
ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

১.	হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা	৩
২.	মহিলাদের সাথে মুহ্‌রিম পুরুষ ছাড়া হজ্জে যাওয়া	৪
৩.	ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই	৫
৪.	অনুচ্ছেদ	৬
৫.	(হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো	৬
৬.	অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ	৭
৭.	মীকাতসমূহের বর্ণনা	৮
৮.	ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা	১০
৯.	ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার	১০
১০.	মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা	১১
১১.	কুরবানীর পশুর বর্ণনা	১১
১২.	গরু কুরবানী করা	১২
১৩.	ইশ্‌আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান	১২
১৪.	কুরবানীর পশু পরিবর্তন	১৩
১৫.	কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা	১৪
১৬.	কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা	১৫
১৭.	কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে	১৫
১৮.	কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ্‌ করা হবে	১৭
১৯.	ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়	১৮
২০.	হজ্জে শর্তারোপ করা	২১
২১.	হজ্জে ইফ্‌রাদ	২১
২২.	হজ্জে কিরান	২৯
২৩.	যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে	৩৫
২৪.	যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে	৩৫
২৫.	তাল্‌বিয়া কিভাবে পড়বে	৩৬
২৬.	তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে	৩৭
২৭.	উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে	৩৮
২৮.	ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে	৩৮
২৯.	পরিধেয় বস্ত্রে ইহ্‌রাম বাঁধা	৩৯
৩০.	মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে	৪০

৩১.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির যুদ্ধাস্ত্র বহন	৪৩
৩২.	মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা	৪৩
৩৩.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ	৪৩
৩৪.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো	৪৪
৩৫.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার	৪৪
৩৬.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির গোসল করা	৪৫
৩৭.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিবাহ করা	৪৬
৩৮.	ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে	৪৭
৩৯.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত	৪৮
৪০.	মুহ্‌রিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা	৪৯
৪১.	ফিদ্‌য়া (ক্ষতিপূরণ)	৫০
৪২.	ইহ্‌রামের পর যদি হজ্জ বা উম্‌রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়	৫১
৪৩.	মক্কায় প্রবেশ	৫২
৪৪.	বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা	৫৩
৪৫.	হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদে চুমু দেয়া	৫৪
৪৬.	বায়তুল্লাহ্‌র রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা	৫৫
৪৭.	তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক	৫৫
৪৮.	তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো	৫৭
৪৯.	রমল করা	৫৮
৫০.	তাওয়াফের সময় দু'আ করা	৬০
৫১.	আসরের পরে তাওয়াফ করা	৬১
৫২.	হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে	৬১
৫৩.	মুল্‌তাযাম	৬২
৫৪.	সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা	৬৩
৫৫.	মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ	৬৫
৫৬.	আরাফাতে অবস্থান	৭৩
৫৭.	(মক্কা হতে) মিনায় গমন	৭৪
৫৮.	(মিনা হতে) আরাফাতে গমন	৭৪
৫৯.	সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন	৭৫
৬০.	আরাফাতের খুত্‌বা (ভাষণ)	৭৫
৬১.	আরাফাতে অবস্থানের স্থান	৭৬
৬২.	আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন	৭৬
৬৩.	মুয্‌দালিফায় নামায	৭৯

৬৪.	(ভীড়ের কারণে) মুযদালিফা হতে জল্‌দি প্রত্যাবর্তন করা	৮৩
৬৫.	মহান হজ্জের দিন	৮৪
৬৬.	হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ	৮৫
৬৭.	যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি	৮৫
৬৮.	মিনায় অবতরণ	৮৭
৬৯.	মিনাতে কোন্ দিন খুত্‌বা দিতে হবে	৮৭
৭০.	যিনি বলেন, কুরবানীর দিনে খুত্‌বা প্রদান করেছেন	৮৮
৭১.	কুরবানীর দিন কখন খুত্‌বা দিবে	৮৮
৭২.	মিনার খুত্‌বাতে ইমাম কি বলবে	৮৯
৭৩.	মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত্রি যাপন	৮৯
৭৪.	মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)	৯০
৭৫.	মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা	৯১
৭৬.	কংকর নিক্ষেপ	৯২
৭৭.	মস্তক মুণ্ডন ও চুল ছোট করা	৯৫
৭৮.	উমরা	৯৭
৭৯.	যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা?	১০০
৮০.	উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান	১০১
৮১.	হজ্জে তাওয়াফে যিয়ারত	১০১
৮২.	তাওয়াফে আল-বিদা	১০৩
৮৩.	ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল-বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়	১০৩
৮৪.	বিদায়ী তাওয়াফ	১০৪
৮৫.	মুহাস্‌সাবে অবতরণ	১০৫
৮৬.	হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে	১০৭
৮৭.	মক্কাতে নামাযের জন্য সুত্‌রা ব্যবহার	১০৮
৮৮.	মক্কার পবিত্রতা	১০৮
৮৯.	নাবীয পানীয়	১১০
৯০.	মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান	১১১
৯১.	কা'বা ঘরের মধ্যে নামায	১১১
৯২.	কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল	১১৪
৯৩.	মদীনাতে আগমন	১১৫
৯৪.	মদীনার পবিত্রতা	১১৫
৯৫.	কবর যিয়ারত	১১৭

বিবাহের অধ্যায়

৯৬. বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা ১১৯
৯৭. ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ ১১৯
৯৮. কুমারী নারীকে বিবাহ করা ১২০
৯৯. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে ১২১
১০০. যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে ১২২
১০১. বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয় ১২২
১০২. দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয় ১২৩
১০৩. বয়স্ক ব্যক্তির দুধ পান সম্পর্কে ১২৩
১০৪. বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয় ১২৪
১০৫. পাঁচবারের কম দুধ পানে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে কি ১২৬
১০৬. দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান ১২৬
১০৭. যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম ১২৭
১০৮. মুত্'আ বা ভোগ বিবাহ ১৩০
১০৯. মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ ১৩১
১১০. তাহ্লীল্ বা হালাল করা ১৩২
১১১. মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা ১৩২
১১২. এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ ১৩৩
১১৩. বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা ১৩৩
১১৪. ওলী বা অভিভাবক ১৩৪
১১৫. স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান ১৩৫
১১৬. যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয় ১৩৫
১১৭. আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না ১৩৬
১১৮. মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া ১৩৭
১১৯. যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয় ১৩৮
১২০. সায়্যেবা ১৩৮
১২১. কুফূ বা সমকক্ষতা ১৩৯
১২২. কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া ১৪০
১২৩. মাহর নির্ধারণ ১৪১
১২৪. মাহরের সর্বনিম্ন হার ১৪৩
১২৫. কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান ১৪৪
১২৬. যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে ১৪৫

১২৭. বিবাহের খুত্‌বা ১৪৭
১২৮. অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান ১৪৯
১২৯. কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে ১৪৯
১৩০. যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায় ১৫০
১৩১. দম্পতির জন্য দু'আ করা ১৫১
১৩২. যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায় ১৫১
১৩৩. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ্‌ভিত্তিক বন্টন ১৫২
১৩৪. স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা ১৫৫
১৩৫. স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার) ১৫৫
১৩৬. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ১৫৬
১৩৭. স্ত্রীদের মারধর করা ১৫৭
১৩৮. যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয় ১৫৮
১৩৯. বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা ১৬০
১৪০. সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস ১৬২
১৪১. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন ১৬৪
১৪২. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্‌ফারা ১৬৫
১৪৩. আযূল ১৬৬
১৪৪. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ ১৬৭

তালাকের অধ্যায়

১৪৫. যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ১৭০
১৪৬. ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে ১৭০
১৪৭. তালাক একটি গর্হিত কাজ ১৭০
১৪৮. সুন্নাত তরীকায় তালাক ১৭১
১৪৯. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া ১৭৪
১৫০. গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম ১৭৪
১৫১. বিবাহের পূর্বে তালাক ১৭৫
১৫২. রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া ১৭৬
১৫৩. হাঁসি ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান ১৭৭
১৫৪. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস ১৭৭
১৫৫. যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়্যাত ১৮০
১৫৬. যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা ১৮১
১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" ১৮১

১৫৮. যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক প্রদান করে ১৮২
১৫৯. যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয় ১৮৩
১৬০. ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি ১৮৪
১৬১. অধ্যায় যিহার ১৮৫
১৬২. খুল'আ তালাক ১৮৯
১৬৩. আযাদকৃত দাসী যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়, তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা ১৯১
১৬৪. যারা বলেন (মুগীস) স্বাধীন ছিল ১৯২
১৬৫. স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা ১৯২
১৬৬. বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখ্‌তিয়ার ১৯২
১৬৭. যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবূল করে ১৯৩
১৬৮. স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামী ইসলাম কবূল করে, এমতাবস্থায় কতদিন পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে ১৯৩
১৬৯. ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে ১৯৪
১৭০. যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবূল করে, তখন সন্তান কার হবে ১৯৫
১৭১. লি'আন ১৯৫
১৭২. সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা ২০৪
১৭৩. ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি ২০৫
১৭৪. জারজ সন্তানের দাবী ২০৬
১৭৫. রেখা বিশেষজ্ঞ ২০৭
১৭৬. জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ২০৯
১৭৭. বিছানা যার সন্তান তার ২১১
১৭৮. সন্তানের অধিক হক্‌দার কে ২১২
১৭৯. তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত ২১৫
১৮০. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া ২১৫
১৮১. তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ ২১৫
১৮২. তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ ২১৬
১৮৩. যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে ২২০
১৮৪. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া ২২১
১৮৫. মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া ২২২
১৮৬. মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ ২২২
১৮৭. যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া ২২৪

১৮৮. স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন ২২৫
১৮৯. ইদ্দত পালনকারী মহিলা ইদ্দতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে ২২৫
১৯০. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত ২২৭
১৯১. উম্মে ওলাদের ইদ্দত ২২৯
১৯২. তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য কোন স্বামী স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে ২২৯
১৯৩. যিনার ভয়াবহতা ২৩০

রোযার অধ্যায়

১৯৪. সিয়াম ফরয হওয়া ২৩১
১৯৫. যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্‌য়া দিবে, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী মান্‌সূখ্ (রহিত) হওয়া ২৩২
১৯৬. বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্‌য়া দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন ২৩৩
১৯৭. মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয় ২৩৩
১৯৮. নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে ২৩৫
১৯৯. মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে রোযার মাস যদি গোপন থাকে ২৩৫
২০০. যদি রামাযানের ঊনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে ২৩৬
২০১. রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা ২৩৭
২০২. যদি কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায় ২৩৮
২০৩. সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ ২৩৮
২০৪. যারা শা'বানের রোযাকে রামাযানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন ২৩৯
২০৫. শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরূহ ২৩৯
২০৬. শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান ২৪০
২০৭. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ২৪১
২০৮. সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব ২৪২
২০৯. সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসাবে আখ্যায়িত করে ২৪২
২১০. সাহরীর সময় ২৪৩
২১১. সাহ্‌রীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে ২৪৪
২১২. রোযাদারের ইফ্‌তারের সময় ২৪৪
২১৩. দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব ২৪৫
২১৪. যা দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে ২৪৬
২১৫. ইফ্‌তারের সময় কি বলতে হবে ২৪৬

২১৬. সূর্যাস্তের পূর্বে ইফ্তার করলে ২৪৭
২১৭. সাওমে বিসাল্ ২৪৭
২১৮. রোযাদারের জন্য গীবত করা ২৪৮
২১৯. রোযাদার ব্যক্তির মিস্ওয়াক করা ২৪৯
২২০. তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বারবার নাকে পানি দেয়া ২৪৯
২২১. রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো ২৫০
২২২. রোযাবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি ২৫১
২২৩. রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে ২৫২
২২৪. নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার ২৫২
২২৫. রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ২৫৩
২২৬. রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা ২৫৪
২২৭. রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা ২৫৫
চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাক্রূহ ২৫৫
২২৮. রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে ২৫৫
যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফ্ফারা ২৫৬
২২৯. স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি ২৫৯
২৩০. রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে ২৫৯
২৩১. রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা ২৬০
২৩২. যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকী থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ২৬০
২৩৩. সফরে রোযা রাখা ২৬০
২৩৪. সফরে যিনি ইফ্তারকে ভাল মনে করেন ২৬২
২৩৫. সফরে যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন ২৬৩
২৩৬. সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্তার করবে ২৬৪
২৩৭. রোযাদার ব্যক্তি কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে ২৬৫
২৩৮. যে ব্যক্তি বলে আমি পূর্ণ রামাযান রোযা রেখেছি ২৬৬
২৩৯. দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা ২৬৬
২৪০. তাশ্রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা ২৬৭
২৪১. (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ ২৬৭
২৪২. (কেবল) শনিবারের দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ ২৬৮
২৪৩. এতদসম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে ২৬৮
২৪৪. সারা বছর নফল রোযা রাখা ২৬৯
২৪৫. হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে রোযা রাখা ২৭১
২৪৬. মুহাররম মাসের রোযা ২৭২

২৪৭. রজব মাসের রোযা ২৭২
২৪৮. শা'বান মাসের রোযা ২৭২
২৪৯. শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা ২৭৩
২৫০. নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন ২৭৩
২৫১. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা ২৭৪
২৫২. দশদিন রোযা রাখা ২৭৫
২৫৩. দশ যিলহজ্জে রোযা না রাখা ২৭৫
২৫৪. আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা ২৭৬
২৫৫. আশুরার দিন রোযা রাখা ২৭৬
২৫৬. ৯ মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ২৭৭
২৫৭. আশুরার রোযার ফযীলত ২৭৮
২৫৮. একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা ২৭৮
২৫৯. প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা ২৭৯
২৬০. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ২৭৯
২৬১. যিনি বলেন, মাসের যে কোনদিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই ২৮০
২৬২. রোযার নিয়্যাত ২৮০
২৬৩. রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি ২৮১
২৬৪. যার মতে, নফল রোযা ভংগের পর এক কাযা আদায় করতে হবে ২৮২
২৬৫. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা ২৮২
২৬৬. রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ ভোজে দাওয়াত করা হয় ২৮৩
২৬৭. ই'তিকাফ ২৮৪
২৬৮. ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে ২৮৫
২৬৯. ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে ২৮৫
২৭০. ই'তিকাফকারীর রোগীর সেবা করা ২৮৭
২৭১. মুস্তাহাযার ই'তিকাফ ২৮৮

জিহাদের অধ্যায়

২৭২. হিজরত সম্পর্কে ২৮৯
২৭৩. হিজরত শেষ হল কিনা ২৯০
২৭৪. শাম বা সিরিয়ায় বসবাস ২৯১
২৭৫. সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে ২৯২
২৭৬. জিহাদের পুণ্য ২৯২
২৭৭. ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ ২৯২
২৭৮. যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা ২৯৩

২৭৯. অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা ২৯৩
২৮০. সমুদ্রযানে আরোহণ ও যুদ্ধ করা ২৯৪
২৮১. যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা ২৯৬
২৮২. মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষা ২৯৬
২৮৩. ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না ২৯৭
২৮৪. মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্‌র-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায় ২৯৭
২৮৫. জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে ২৯৮
২৮৬. শত্রুর মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকার মর্যাদা ২৯৮
২৮৭. মহান আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহরা দানের মর্যাদা ২৯৮
২৮৮. যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায় ৩০০
২৮৯. কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া ৩০১
২৯০. ওযরবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি ৩০১
২৯১. যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায় ৩০৩
২৯২. সাহসিকতা ও ভীরুতা ৩০৩
২৯৩. মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না" ৩০৪
২৯৪. তীর নিক্ষেপ ৩০৪
২৯৫. যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে ৩০৫
২৯৬. শাহাদাতের মর্যাদা ৩০৭
২৯৭. অনুচ্ছেদ ৩০৮
২৯৮. শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা ৩০৮
২৯৯. শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া ৩০৯
৩০০. অনুচ্ছেদ ৩০৯
৩০১. যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান ৩১০
৩০২. অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি ৩১০
৩০৩. যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে ৩১০
৩০৪. যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায রেখে যুদ্ধে যেতে চায় ৩১১
৩০৫. মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩১২
৩০৬. অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ ৩১৩
৩০৭. অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে ৩১৩
৩০৮. যে ব্যক্তি পুণ্য ও গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায় ৩১৪
৩০৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিজকে বিক্রি করে দেয় ৩১৫
৩১০. যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয় ৩১৫
৩১১. যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায় ৩১৬

৩১২. শত্রুর মোকাবিলার সময়ে দু'আ করা ৩১৭
৩১৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করে ৩১৭
৩১৪. ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয় ৩১৮
৩১৫. ঘোড়ার যেসব রং প্রিয় ৩১৮
৩১৬. ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয় ৩১৯
৩১৭. পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে ৩২০
৩১৮. গন্তব্যে পৌছার পর করণীয় ৩২১
৩১৯. ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা ৩২১
৩২০. ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া ৩২২
৩২১. পশুদের গলায় ঘন্টা ঝুলানো ৩২২
৩২২. পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ ৩২৩
৩২৩. যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে ৩২৩
৩২৪. "হে আল্লাহ্র ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর" বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেওয়া ৩২৩
৩২৫. পশুকে অভিশাপ দেওয়া নিষেধ ৩২৪
৩২৬. পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো ৩২৪
৩২৭. পশুর গায়ে দাগ দেয়া ৩২৪
৩২৮. মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ ৩২৫
৩২৯. গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে ৩২৫
৩৩০. এক পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা ৩২৫
৩৩১. সাওয়ারী পশুর উপর অবস্থান করা ৩২৬
৩৩২. আরোহীবিহীন উট ৩২৬
৩৩৩. চলার গতি দ্রুতকরণ ৩২৭
৩৩৪. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ ৩২৭
৩৩৫. ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠের সামনে বসার অধিক হকদার ৩২৮
৩৩৬. যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেওয়া ৩২৮
৩৩৭. প্রতিযোগিতা ৩২৯
৩৩৮. পদব্রজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা ৩৩০
৩৩৯. দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী ৩৩০
৩৪০. ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া ৩৩১
৩৪১. তরবারী অলংকৃত হয় ৩৩১
৩৪২. তীরসহ মসজিদে প্রবেশ ৩৩২
৩৪৩. খোলা তরবারী লেনদেন নিষিদ্ধ ৩৩২
৩৪৪. লৌহবর্ম পরিধান করা ৩৩৩

৩৪৫. পতাকা ও নিশান ৩৩৩
৩৪৬. অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান ৩৩৪
৩৪৭. যুদ্ধের সংকেত হিসাবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার ৩৩৪
৩৪৮. সফরে বের হওয়ার সময়ে যে দু'আ পাঠ করবে ৩৩৫
৩৪৯. বিদায়কালীন দু'আ ৩৩৬
৩৫০. সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে ৩৩৬
৩৫১. বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কি দু'আ পাঠ করবে ৩৩৭
৩৫২. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরূহ ৩৩৭
৩৫৩. কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম ৩৩৮
৩৫৪. ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া ৩৩৮
৩৫৫. একাকী ভ্রমণ করা ৩৩৮
৩৫৬. দলে বলে সফরকারীদের একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা ৩৩৯
৩৫৭. কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা ৩৩৯
৩৫৮. সাঁজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম ৩৩৯
৩৫৯. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ৩৪০
৩৬০. শত্রুর অগ্নি সংযোগ ৩৪২
৩৬১. গুপ্তচর প্রেরণ ৩৪২
৩৬২. যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত ৩৪৩
৩৬৩. যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না ৩৪৪
৩৬৪. আনুগত্যের বিষয়ে ৩৪৫
৩৬৫. সৈন্যদের এক স্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ ৩৪৬
৩৬৬. শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপছন্দনীয় ৩৪৭
৩৬৭. শত্রুর মোকাবিলার সময় কি দু'আ পঠিত হবে ৩৪৮
৩৬৮. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ৩৪৮
৩৬৯. যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা ৩৪৯
৩৭০. গোপনে নৈশ আক্রমণ ৩৪৯
৩৭১. সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ ৩৫০
৩৭২. মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে ৩৫০
৩৭৩. যারা সিজ্‌দায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ ৩৫২
৩৭৪. যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন ৩৫৩